‘দ্রব্যমূল্য খুব বেশি অস্বাভাবিক ছিল না। এখন আরো একটু কমেছে। দাম এখন স্বাভাবিকই বলা যায়’

আবদুল্লাহ আল নোমান
খাদ্যমন্ত্রী

চট্টগ্রাম-৯ আসনের বিএনপি সংসদ সদস্য আবদুল্লাহ আল নোমান। জোট সরকারের খাদ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী। গম কেলেঙ্কারির ঘটনা নিয়ে এখন তিনি খুবই আলোচিত। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতিও তাকে আলোচনায় এনেছে। বিএনপি’র ভেতরে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ এবং বিপক্ষ এরকম দুটি প্রায় স্বীকৃত গ্রুপ আছে। আবদুল্লাহ আল নোমানের পরিচিতি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের হিসেবে। গত নির্বাচনের সময় মীর নাছিরসহ বিএনপি’র বেশ কয়েকজন নেতা সরাসরি তার বিরোধিতা করেছেন। এ কারণে নোমান-নাছির গ্রুপিং চট্টগ্রাম রাজনীতির আলোচিত বিষয়। এই গ্রুপিং রাজনীতির কারণে সাংগঠনিকভাবে নোমান কিছুটা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছেন বলেও অভিযোগ আছে। তার বিরুদ্ধে আরো অভিযোগ আছে সন্ত্রাসীদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দেয়ার। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের আলোচিত সন্ত্রাসী বিপ্লব পরিচিত নোমানের ক্যাডার হিসেবে। পুলিশ বলছে তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ বিপ্লব ঘুরছে প্রকাশ্যে। ১৮ আগস্ট সকাল সাড়ে দশটা। সচিবালয়ে খাদ্যমন্ত্রীর অফিস রুম। সাপ্তাহিক ২০০০-এর মুখোমুখি হয়েছিলেন খাদ্যমন্ত্রী আবদুল্লাহ আল নোমান... সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **গোলাম মোর্তোজা**

সাপ্তাহিক ২০০০ : সাধারণ মানুষ তো রাজনীতি খুব বেশি বুঝতে চায় না। বাজারে গিয়ে যখন দেখে ১০ টাকার জিনিস ২০ টাক হয়ে গেছে, তখন তাদের মাথা গরম হয়ে যায়। জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে এটা আমরা সবাই জানি। খাদ্যমন্ত্রী হিসেবে সরাসরি এই প্রশ্নের জবাব দেয়ার কথা বা জানা থাকার কথা আপনার।

আবদুল্লাহ আল নোমান : আমি যেহেতু খাদ্যমন্ত্রী এবং বিশেষ করে চাল, গম এগুলোর ওপরেই আমার বেশি কাজ। গত তিন মাস প্রতিকূল আবহাওয়া গেছে। যেমন বৃষ্টি, বন্যা এগুলো ছিল। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, তা সত্ত্বেও চালের মূল্য সহনশীল পর্যায়ে ছিল। একটি বিশেষ সময়ে মোটা চালের দাম আট আনা, বারো আনা, এক টাকা বেড়েছিল। আবার সে দামটা কমে গেছে। গত কয়েক দিন ধরে টেলিভিশনে, পত্র-পত্রিকায় এবং আমাদের যে প্রতিদিনের রিপোর্ট থাকে তাতেও দেখছি যে চালের দামটা কমে গেছে।

২০০০ : আপনাদের যে প্রতিদিনের প্রাপ্ত রিপোর্ট আর বাজারের মূল্যের যে প্রকৃত চিত্র, তার মধ্যে একটা পার্থক্য কিন্তু সব সময়ই থাকে?

নোমান : আমি নিজে এবং আমাদের লোকজন বাজারে গিয়েও তো পরিদর্শন করছে। আমরা ছাড়াও সাংবাদিক, টেলিভিশনও তো বাজার পরিদর্শন করে। বাজারের চাল বিক্রেতা ইটিভিকে বলেছেন এবং অনেক সাংবাদিকও পত্র-পত্রিকায় লিখেছেন চালের দাম কমেছে, স্থিতিশীল হয়েছে। তাদের জিজ্ঞেস করা হয়েছে কেন এখন স্থিতিশীল হয়েছে? তখন তারা বলেছে যে সরবরাহের কারণে অনেক সময় দামের তারতম্য হয়। সরবরাহ ঠিক থাকলে দাম স্থিতিশীল থাকে। বন্যা, বৃষ্টির কারণে প্রতি বছরই এই সময়টায় দাম একটু বাড়তি থাকে। এটা এ বছরই যে হয়েছে তা নয়। তবে এ বছর অন্যান্য বছরের তুলনায় তিন মাস ক্রমাগত বৃষ্টি হলেও কিন্তু তুলনামূলকভাবে চালের দাম কম বেড়েছে।

২০০০ : কাঁচামরিচের দাম হয়েছে ১০০ থেকে ১২০ টাকা।

নোমান : এটা তো আমি আগেই বলেছি যে সরবরাহের ওপর অনেকটা নির্ভর করে। তিন মাস ধরে এই অসুবিধাটা হচ্ছে। দাম বাড়ার ক্ষেত্রে পরিবহনও একটা সমস্যা। বিশেষ করে ঢাকা শহরে ঠেলাগাড়ি, রিকশা, ভ্যান বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল কিছু রাস্তায় বাজারগুলোর আশপাশে। তার কারণেও অনেক সময় মাল ঠিক মতো বাজারে আসতে পারেনি। আমি যে বাজারগুলোতে গিয়েছিলাম তারা বলেছে দিনের বেলায় এই সমস্ত পরিবহন বাজারগুলোতে ঢুকতে পারে না বলে দামটা একটু বেড়ে যায়।

২০০০ : এই সময়টায় আমাদের দেশে প্রতি বছরই বন্যা বা অতিবৃষ্টি হয়। অর্থাৎ বিরূপ একটি পরিবেশ বিরাজ করে। অভিযোগটি যদি এমন হয় যে, এই প্রতিকূল আবহাওয়া যে আসতে পারে তার জন্য আপনারা সতর্ক ছিলেন না?

নোমান : সতর্ক যদি না থাকতাম তাহলে তো দাম আরো বেড়ে যেত। সতর্ক ছিলাম। কিন্তু এটা তো প্রাকৃতিক ব্যাপার। সতর্ক থাকলেও সেখানে ডিমান্ড আর সাপ্লাইয়ের যে গ্যাপটা এটাই মূল্যটা বৃদ্ধি করছে। আর অনেকেই এই সুযোগ বুঝেই মূল্য একটু বৃদ্ধি করে ফেলে। বিশেষ করে পাইকারি এবং খুচরা

মূল্যের মধ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলোতে বেশ কিছুটা পার্থক্য হয়ে যায়। খুচরা বিক্রেতাদের কাছ থেকেই তো সাধারণ ক্রেতারা জিনিস কিনছে। এই খুচরা বিক্রেতারা কিন্তু অনেক সময় নিজেরাই কিছু কিছু দাম বাড়িয়ে দেয়। হয়তো বৃষ্টি হচ্ছে, মনে করলো সাপ্লাই কম, দাম বাড়িয়ে দিল। সাপ্লাই হয়তো হয়েছে বিকেলে। সকালে দেখবেন দাম বেশি, বিকেলে কম। এরকমও কিন্তু লক্ষ্য করেছি আমরা বাজারে।

২০০০ : একটা বিষয় আমরা সব সরকারের সময়ই লক্ষ্য করি। বিগত সরকারের আমলেও দেখেছি। কোনো একটা জিনিসের দাম যখন বেড়ে যায়, সেটা কিন্তু হঠাৎ করে বাড়ে না। এক টাকা, দু' টাকা করে ক্রমান্বয়ে বাড়ে। অথচ সরকারের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা নেয়া হয় বা সরকার সচেতন হয় একেবারে শেষ সময়ে।

নোমান : সরকার তো সবসময়ই চেষ্টা করে তার জনপ্রিয়তা ধরে রাখার জন্য। জিনিসপত্রের দাম কমানো, সাপ্লাইটা বাড়ানো এগুলো করার আন্তরিক ইচ্ছা সরকারের থাকা প্রয়োজন এবং ইচ্ছা আছে। কিন্তু সরকার তো সমস্ত অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে না। মুক্তবাজার অর্থনীতিতে সরকারের নিয়ন্ত্রণ কিন্তু আগের অবস্থায় নেই। আগে যেমন টিসিবি ছিল বা সরকার নিজেই অনেক কিছু আমদানি করতো। যেমন চিনি। এখন কিন্তু সেই অবস্থা নেই। এখন মুক্তবাজার অর্থনীতি বেসরকারি প্রক্রিয়ায় চলছে। মার্কেট ডিমান্ড এন্ড সাপ্লাই আর কস্ট অব প্রোডাকশনের ওপরে নির্ভর করছে দামটা।

২০০০ : সব কিছুর ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ নেই এটা আমরা বুঝতে পারছি।

নোমান : ম্যাক্রো লেভেলের পলিসিতে সরকারের নিয়ন্ত্রণ আছে।

২০০০ : অর্থনীতির ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ আছে কী নেই, আপনার যে ভোটার, জনগণ, তারা কিন্তু এতকিছু বুঝবে না, জানবে না। তাদের প্রত্যাশা কিন্তু সরকারের কাছে।

নোমান : সরকার তো প্রত্যাশা পূরণে চেষ্টা করছে। সে জন্যই তো দ্রব্যমূল্যের বা চালের মূল্য যেরকম বৃদ্ধির কথা আশঙ্কা করা হয়েছিল, সেরকম তো বৃদ্ধি হয়নি। অন্যান্য জিনিসের তুলনায়, সবকিছু মিলিয়ে যেভাবে মূল্য বৃদ্ধির কথাটা এসেছে, ঠিক সেভাবে হয়নি। আশঙ্কাজকভাবে কিন্তু চালের দাম বাড়েনি।

২০০০ : গত চার-পাঁচ বছরের তুলনায় প্রায় ২৫ ভাগ বেড়েছে চালের দাম। এটাকে কি আপনি আশঙ্কাজনক মনে করেন না?

নোমান : না, বিশ-পঁচিশ ভাগ তো বাড়েনি। আমরা একটা অ্যানালাইসিস করেছি যে, গত ১২ বছরের মধ্যে মোটা চালের দাম সর্বোচ্চ তিন টাকা বেড়েছে। আড়াই থেকে তিন টাকা। অন্যান্য জিনিসের তুলনায় এটা অনেক কম বলা যায়। চাল মজুদ আছে সরকারের কাছে। এবং সারপ্লাস উৎপাদনও আছে।

২০০০ : আপনি বলছেন এখন স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এসেছে।

নোমান : দ্রব্যমূল্য খুব বেশি অস্বাভাবিক ছিল না। এখন আরো একটু কমেছে। দ্রব্যমূল্যের দাম এখন স্বাভাবিকই বলা যায়।

২০০০ : মানুষের মধ্যে এই দাম বাড়া নিয়ে কিন্তু একটা আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে।

নোমান : সেটা ঠিকই। পত্র-পত্রিকায় মানুষ দেখছে বিভিন্ন জিনিসের দাম বাড়ছে। তবে চালের দাম বাড়ছে পত্র-পত্রিকা কিন্তু এখন বলছে না। চালটা বাদ দিয়ে অন্য জিনিসের কথা বলছে।

২০০০ : সয়াবিন তেলের দামও কি সরবরাহজনিত কারণে বেড়েছে?

নোমান : কিছুটা। বাজেটে একবার ট্যাক্সের কথা বলা হয়েছিল, তখন কিছু কিছু বাড়িয়ে দিয়েছিল, সেটা খুব ধীর গতিতে কমেছ।

২০০০ : বাজেটে ভ্যাট বা করের কথা যে আসলো। তাতে দেখা গেল ৩২ বা ৩৪ টাকার তেল ৩৮, ৪০, ৪২ টাকায়ও বিক্রি হতে থাকলো। এখনও যে খুব কমেছে তা বলা যাবে না।

নোমান : বাজেটে তো বাড়েনি। ক্রেতারা সংঘবদ্ধ হলেই এই অনাহূত মূল্য বৃদ্ধি কমে যেত বলে আমি মনে করি।

২০০০ : এটা তো ক্রেতার স্বার্থের ব্যাপার...।

নোমান : ক্রেতার অধিকার প্রয়োগ করতে হবে। এটা একটা পয়েন্ট। এক্ষেত্রে সংবাদপত্রের ভূমিকাও থাকা প্রয়োজন। সংবাদপত্র যদি ইতিবাচক ভূমিকা নেয় যদি তারা অন্যায্যভাবে দাম বাড়ানো বিষয়টি পত্রিকার পাতায় নিয়ে আসে তাহলে কিন্তু ক্রেতারা সচেতন হবে। এই প্রশ্নগুলো যখন সামনে আসবে, পত্র-পত্রিকায় জনসাধারণ দেখবে তখন কিন্তু তারা বাড়তি দাম দিতে চাইবে না। ক্রেতার এই যে অধিকার প্রয়োগের বিষয়টা এটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

২০০০ : এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিঃসন্দেহে। পৃথিবীর সব দেশের ক্রেতারা জানেন যে তার কি অধিকার। এ বিষয়ে আমাদের দেশের ক্রেতারা সচেতন নয় বললেই চলে। আমি নিজেও বাজারে গিয়ে দেখেছি একটা জিনিসের মূল্য টানানো আছে হয়তো ১৬ টাকা। বিক্রি করছে ১৮ টাকায়। দু' একজন ক্রেতা হয়তো কিছু বলার চেষ্টা করছেন। কিন্তু বিক্রেতা বলছে সরকারি মূল্য এরকম লেখা থাকে। টানানো থাকে। আমাদের কাছ থেকে নিলে এই দামেই নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে ক্রেতার আর কী করার আছে?

নোমান : এটা সরকারি মূল্য না কিন্তু। বিক্রেতা যে দামে বিক্রি করবেন, সেটাই তিনি টানিয়ে দিচ্ছেন।

২০০০ : আপনি মূল্য তালিকা টানানোর কথা বলেছেন। কিন্তু তাতে তো দাম কমছে না।

নোমান : মূল্য তালিকা টানালে আর বেশি নিতে পারবেন না।

'আমার নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আমাদের কয়েকজন নেতা প্রত্যক্ষভাবে বিরোধিতা করে আসছে। ... তারা অনেকেই সরকারের মধ্যে চলে এসেছে। আমি চাই না নতুন করে কিছু বলে কোনো সমস্যা সৃষ্টি করতে'

২০০০ : সরকার এখন পর্যন্ত যা করেছে এর বাইরে আর কোনো...

নোমান : সরকার তো বলছে দাম যতটা বাড়ানো হয়েছে জিনিসপত্রের ততটা বাড়ানো উচিত না। লাগামহীনভাবে জিনিসপত্রের দাম বাড়ানো কোনোভাবেই ঠিক না।

২০০০ : আপনি এই যে বলছেন দাম বাড়ানো উচিত না। এই উচিত না বিষয়টির বাস্তব প্রয়োগ কি বাজারে হচ্ছে?

নোমান : আমি বিভিন্ন সময়ে চালের গুদামে গিয়েছি, আড়তে গিয়েছি। কথা বলেছি তাদের সঙ্গে। আমার দৃষ্টিতে রিজেনেবল দেখেছি দাম। পরিবহন সমস্যার কারণে কিছু দাম বেড়েছে।

২০০০ : কৃত্রিমভাবে দামটা বাড়ানো হচ্ছে বলে কী আপনার মনে হয়?

নোমান : কৃত্রিম মানে অনেকেই দাম বাড়াচ্ছে। কৃত্রিম বলতে এটাই যদি বোঝাই তবে সেটা কৃত্রিম। সেটা হচ্ছে তার যেটুকু লাভ করা প্রয়োজন তার বেশি লাভ কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবহাওয়ার অথবা পরিবহনের সুযোগ নিয়ে করছে। এ বাড়ানোটা ঠিক না।

২০০০ : কিন্তু যারা এই 'ঠিক না' কাজটি করছে তাদের বিরুদ্ধে আপনারা কী ব্যবস্থা নিচ্ছেন?

নোমান : আমরা সব জায়গায় গিয়ে দাম না বাড়ানোর ব্যবস্থা করার চেষ্টা করছি। আগেই বলেছি সরকার তো সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে না। ক্রেতাদের সচেতন হতে হবে।

২০০০ : মজুদ আছে। বাজারে সরবরাহ হচ্ছে না। ব্যবসায়ীরা বেশি দামে বিক্রি করার জন্য সরবরাহ কম করেছে। এরকম ঘটনা কী ঘটেছে?

নোমান : চালের বা গমের ক্ষেত্রে এটা হয়।

২০০০ : এবার হয়েছে?

নোমান : বৃষ্টি এবং বন্যার জন্য তো সাপ্লাই মাঝে মাঝে কম হয়েছে। কিন্তু যেভাবে সাপ্লাই কম হয়েছে মোটা চালের দাম কিন্তু সেভাবে বাড়েনি।

২০০০ : আমি বলছি মজুদ করে রেখে দাম বাড়ানো হয়েছে কিনা?

নোমান : কিছু ক্ষেত্রে হয়তো হয়েছে।

২০০০ : এবার রাজনীতির বিষয়ে আসি। রাজনীতির কথা বলতে গেলেই চট্টগ্রামের রাজনীতির কথা আসে। চট্টগ্রামের রাজনীতি নিয়ে অনেক রকমের কথা আছে। আপনার নির্বাচনী এলাকা নিয়েও কথা আছে। আপনার নির্বাচনী এলাকায় আপনি কাজ করছেন। কিন্তু জনগণ খুশি নয়। কারণ আপনাদের মধ্যে একটা দলীয় কোন্দলের কথা শোনা যায়। সেটা মীর নাসির এবং আপনার মধ্যে।

নোমান : চট্টগ্রামের তো আলাদা কোনো রাজনীতি নেই। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের রাজনীতিই চট্টগ্রামের রাজনীতি। চট্টগ্রামে আমার আসন হচ্ছে চট্টগ্রামের নাভি। বিভাগীয় যে শহর, রেল, আদালত, জেলখানা, কেন্দ্রীয়, বিভাগীয় যে অফিসগুলো আছে সব এখানে। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। আন্দোলন, সংগ্রাম লালদীঘির মাঠ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার সবই এখানে। সব দিক থেকেই এই এলাকাটা গুরুত্বপূর্ণ। এখান থেকেই আমি চট্টগ্রামবাসীর পক্ষ থেকে আমাদের নেত্রীকে দেশনেত্রী উপাধিতে ভূষিত করেছিলাম। এরশাদ বিরোধী আন্দোলন, আবার হাসিনা বিরোধী আন্দোলন। সেদিক থেকে এটা অবশ্যই ঐতিহ্যপূর্ণ। সে জন্যই চট্টগ্রামের রাজনীতি আলাদা অবস্থান নিয়ে, আলাদা ভাবমূর্তি নিয়ে ছিলো। এখনও আছে। তবে আমি চট্টগ্রামের মহানগরভিত্তিক সাংগঠনিক কার্যক্রমে ঠিক সেভাবে জড়িত না। সংসদ সদস্য হিসেবে আমার এলাকার প্রতি যতটুকু দায়িত্ব ততটুকু আমি পালন করি। এর অতিরিক্ত না।

২০০০ : কিন্তু আপনার এলাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভালো না। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নের জন্য আপনি আন্তরিকভাবে খুব বড় কিছু করছেন না বলে অভিযোগ রয়েছে।

নোমান : অন্যান্য এলাকার তুলনায় চট্টগ্রামের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি খুব খারাপ এটা আমি বলবো না। তবে খুব ভালো সেটাও বলা যাবে না। এখানে আওয়ামী লীগের দুর্দান্ত প্রতাপ ছিলো। ভোটার কম থাকলেও তারা খুব সংগঠিত। তাদের অধিকাংশ কর্মী ক্যাডার, অস্ত্রধারী। তাই এখানে অস্ত্রহীন রাজনীতি করা খুব দুরূহ হয়ে পড়েছিলো। তবুও জনসাধারণের সমর্থনে আমি নির্বাচন করেছি এবং জয়লাভ করেছি। আমার নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আমাদের কয়েকজন নেতা প্রত্যক্ষভাবে বিরোধিতা করে আসছে। কিন্তু আমি এটা কোনো পত্র-পত্রিকায় বা কোনোভাবে প্রকাশ করিনি। কারণ তারা অনেকেই সরকারের মধ্যে চলে এসেছে। আমি চাই না নতুন করে কিছু বলে কোনো সমস্যা সৃষ্টি করতে। সমস্যাটি যদি চট্টগ্রামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতো তাহলে হয়তো আমি আমার যেটুকু কাজ সেটুকু করতাম।

২০০০ : গ্রুপিং সমস্যার কারণে নিজেকে সরিয়ে রাখছেন। এতে তো আপনার...

নোমান : যে প্রশ্নটা আপনি করেছেন যে আমি আরো একটু এগিয়ে যেতে পারতাম। গেলে সামগ্রিকভাবে যদি সেখানে সংকটের সৃষ্টি হয় সেটার অ্যাফেক্টটা পড়বে অন্য জায়গায়। আমাদের মতো সিনিয়র লিডারদের কার্যক্রম সবাই তলিয়ে দেখবে না। ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে। সেজন্য আমি যতটুকু সম্ভব কিছু কিছু জায়গায় এড়িয়ে চলা, নিজেকে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করি।

২০০০ : সন্ত্রাসীরা আপনার এলাকায়...

নোমান : আমি মনে করি না কোনো অস্ত্রধারী, কোনো সন্ত্রাসী, কোনো মাস্তান একটি দলের উপকার করতে পারে। আমার দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে আমি মনে করি কোনো অস্ত্রধারী কখনো কোনো রাজনৈতিক কর্মকান্ডের প্রধান শক্তি হতে পারে না। সন্ত্রাসীরা নিজেদের স্বার্থেই দলকে ব্যবহার করে। দল মাস্তানদের রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করতে পেরেছে কোনো আন্দোলন কর্মকান্ডে এটা আমি দেখিনি। কোনো জায়গায় দেখিনি। চট্টগ্রামে তো দেখিইনি। সেই জন্য সন্ত্রাসের ওপর আমি আগেও নির্ভরশীল ছিলাম না, এখনও না। এখন দল ক্ষমতায়। অনেকেই দলের নাম ভাঙিয়ে, এমনকি ছাত্রলীগেরও অনেক কর্মী দলের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে কিছু কিছু অপকর্ম করার চেষ্টা করছে। সেটা রোধ করার জন্য প্রশাসনকে আমরা বলি। এটার বিরুদ্ধে বলি নীতিগতভাবে। কিন্তু রাজনৈতিকভাবে প্রতিরোধ করতে গেলে আবার গ্রুপিংয়ের পর্যায়ে চলে যাবে। আপনি অন্য গ্রুপের কথা বলতে চাচ্ছেন। আমি গ্রুপ মানতেও চাই না, স্বীকার করতেও চাই না। গ্রুপের রাজনীতিতে নিজেকে জড়াতেও চাই না। চট্টগ্রামে যখন আমি এবার নির্বাচন করলাম, অনেক প্রতিকূলতার মধ্যে নির্বাচন করেছি। অনেকেই অনেক লেভেলে বিরোধিতা করেছে। অনেকেই একটা মিটিংয়ে, মিছিলে বা কোনো সমর্থনও দেয়নি। তারাও অনেকে সংসদ সদস্য হওয়ার উপযুক্ত। কিন্তু তাদের ছাড়াও আমি নির্বাচনে জয়যুক্ত হতে পেরেছি। আমি আমার সততা, আন্তরিকতা, নিষ্ঠা নিয়ে মানুষের মাঝে পরিচিত আছি।

২০০০ : আপনার নিজের জনপ্রিয়তা, সাংগঠনিক দক্ষতা, কর্মক্ষমতা, দলের অবস্থান, নেত্রীর অবস্থা সব কিছু মিলিয়ে নিশ্চয়ই আপনি বা আপনারা যারা চট্টগ্রাম থেকে জিতেছেন, সেটা নিয়ে প্রশ্ন নেই। প্রশ্ন ঐ জায়গাটাতে যে আপনি বললেন সন্ত্রাস বা চাঁদাবাজি বা মাস্তানি যারা করে তারা দলের উপকারে আসে না কখনো। আপনি বলছেন প্রশাসনকে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে। প্রশাসন হয়তো তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে না, নেয়ার চেষ্টা করছে না। অথবা প্রশাসন ব্যবস্থা নিতে পারছে না রাজনৈতিক কারণেই। গ্রুপিং বা অন্যান্য কারণে একটু দূরে সরে থাকছেন। কিন্তু এলাকার জনগণ তো ভাবছেন আপনি দায়িত্ব পালন করছেন না। যেমন আইনশৃঙ্খলা কমিটি আছে, সেখানেও আপনি নেই।

নোমান : আইনশৃঙ্খলা কমিটি তো ঐভাবে কাজ করে না। পুলিশ প্রশাসনই আসলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে।

২০০০ : ঐ কমিটির সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমেই তো পুলিশ প্রশাসন কাজ করে।

নোমান : এখানে আমরা পুলিশ প্রশাসনকে চাপ দিচ্ছি যারা সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ, মাস্তান, লিস্টেড ক্রিমিনাল তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য। এটা দলমত নির্বিশেষে। এখানে আবার সমস্যাও আছে। অনেক সন্ত্রাসী আছে, লিস্টেড ক্রিমিনাল আছে যারা দলের পরিচয় দিচ্ছে। এখন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা তো সরকারের দায়িত্ব। তাদের বিরুদ্ধে আমরা নীতিগতভাবে বলি। কিন্তু আপনি যেটা বলছেন যে একটা আন্দোলনী ভূমিকা গ্রহণ করা। এটা করতে গেলেই যে পক্ষ-বিপক্ষ আসবে। এই অবস্থানটা থেকে নিজের এবং দলের সম্মানের জন্যই একটু দূরে থাকছি। এটা ঠিক। এ কারণেই জনগণের কিছুটা ক্ষোভ থাকতে পারে।

‘এটা করতে গেলেই যে পক্ষ-বিপক্ষ আসবে। এই অবস্থানটা থেকে নিজের এবং দলের সম্মানের জন্যই একটু দূরে থাকছি। এটা ঠিক। এ কারণেই জনগণের কিছুটা ক্ষোভ থাকতে পারে’

২০০০ : এতে করে কি জনগণের সঙ্গে আপনার একটা দূরত্ব তৈরি হয়ে যাচ্ছে না?

নোমান : জনগণ আমাকে বোঝে। দূরত্ব তৈরি হচ্ছে না। আমি তো জনগণের কাছে যাচ্ছি। রুট লেভেলে যাই। ইউনিয়নে ইউনিয়নে যাই। আমি যদি বেশি কিছু করতে যাই তাহলে সেখানে পক্ষ-বিপক্ষ চলে আসবে। ক্রিমিনাল বা সন্ত্রাসী যারা, তারা রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে নিজেদেরকে দাবি করে। অনেকেই তাদের প্রশ্রয় দেয়। এক্ষেত্রে আসলে কনফ্লিকটিং পজিশন থেকে নিজেকে দূরে রাখা আমি শ্রেয় মনে করি। তবে প্রশাসনকে আমি সব সময় এ ব্যাপারে অবহিত রেখেছি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব জানেন বিষয়টি।

নোমান : নিজেকে দূরে রাখবেন, তাহলে অভিযোগটা কি এভাবে করা যায় না যে আপনি দায়িত্ব এড়িয়ে যাচ্ছেন?

নোমান : দায়িত্ব আমি পালন করছি। তবে গ্রুপিংটা একটু এড়িয়ে যেতে চাই।

২০০০ : আপনি যে বললেন সন্ত্রাসী বা চাঁদাবাজি যারা করে তাদেরকে আবার কেউ

কেউ প্রশ্রয়ও দেয়। চট্টগ্রাম মেডিকেলে বিপ্লব নামে একজন সন্ত্রাসীর কথা আমরা জানি, বলা হয় যে আপনার সঙ্গে তার খুব ভালো সম্পর্ক। আপনি তাকে শেল্টার দিয়েছেন, বাড়িতে রেখেছেন- এমন অভিযোগও পাওয়া যায়।

নোমান : মেডিকেল কলেজে আমাদের যে সংগঠন আছে তাদের সঙ্গে আমার খুব ভালো সম্পর্ক। তাদের কার্যক্রমে আমি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করি। সহযোগিতা করি। এটা আমার রাজনৈতিক দায়িত্ব, অঙ্গীকার। সেই জায়গায় যদি কোনো কর্মকান্ডে বিপ্লব হোক বা যেই হোক না কেন আমার সংগঠনে যদি কেউ খারাপ কার্যক্রম করে থাকে তারা শাস্তি পাবে, বিচার হবে। কিন্তু বিপ্লবকে আশ্রয় বা প্রশ্রয় আমি কখনো দেইনি।

২০০০ : বিপ্লবের কর্মকান্ড প্রমাণ করে সে খুব ভালো মানুষ না। বিপ্লবের পরিচিতি একজন ক্যাডার হিসেবেই। এরকম একজন ক্যাডারের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক রয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

নোমান : ব্যক্তিগতভাবে বিপ্লবের সঙ্গে তো আমার কোনো সম্পর্ক নেই।

২০০০ : দলের কর্মী বা ক্যাডার হিসেবে আছে?

নোমান : বিপ্লব চট্টগ্রাম মেডিকেলের ছাত্রদলের সভাপতি ছিলো। আমাদের কাছে সুনির্দিষ্টভাবে কোনো অভিযোগ আসেনি যে সে সন্ত্রাসী।

২০০০ : সন্ত্রাসী হিসেবে বিপ্লবের কিন্তু পরিচিতি রয়েছেই। তার কর্মকান্ডই সেটা প্রমাণ করে। সেই বিপ্লবের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক নিয়ে যখন কথা ওঠে...।

নোমান : আমার সঙ্গে সম্পর্ক সাংগঠনিকভাবে। ব্যক্তিকে কখনো প্রশ্রয় দেই না, দরকারও নেই প্রশ্রয় দেয়ার। বিপ্লব হোক আর যেই হোক। বিপ্লব কি কি করেছে, কি করেনি এই মুহূর্তে আমি তা বলতেও চাই না। বিপ্লবের ভাবমূর্তি, তার কিছু কর্মকান্ডে এবং সামগ্রিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে তার জবাব সে নিজেই দেবে।

২০০০ : সে তো জবাব দেবে। কিন্তু তার জন্য আপনারা যারা...

নোমান : তাদের সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত কোনো সম্পর্ক নেই। যেটুকু ছিল সাংগঠনিক, এবার নির্বাচনে গেছি, বিপ্লব খুব একটা ছিল না, দেখা হয়নি। আমি শুনেছি সে অসুস্থ।

২০০০ : বিপ্লব তো এর আগেও '৯৫তে একবার অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার হয়েছিল।

নোমান : এটা আমার জানা নেই।

২০০০ : এবার চট্টগ্রাম মেডিকেলের সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের পর আপনার বাড়িতে বিপ্লব লুকিয়ে ছিল বলে জানা যায়।

নোমান : আমি কখনোই কোনো সন্ত্রাসীকে প্রশ্রয় দেই না। আমার বাড়িতে লুকিয়ে থাকার তো প্রশ্নই আসে না।

২০০০ : এরকম আরো একটি অভিযোগ আছে। আপনার বিরুদ্ধে দু'টো মার্কেট দখলের অভিযোগ রয়েছে। একটা নূপুর সিনেমা হলের নিচতলা। আর একটা আমতলা মার্কেট। বলা হয় আপনার দলের বা কাছের লোকজন দখল করেছে।

নোমান : দুই পক্ষই আমার কাছে এসেছিল। এরা তো ব্যবসায়ী বা সাধারণ মানুষ। এদের সঙ্গে কিন্তু আমার ভালো সম্পর্ক।

২০০০ : এক পক্ষ ব্যবসায়ী। আরেক পক্ষ তো ক্যাডার।

নোমান : না, না, দুই পক্ষ ব্যবসায়ী। দুই পক্ষ হয়তো ব্যবহার করতে পারে কেউ কাউকে। সেখানে ছাত্রদল বা বিএনপি বা আমার কোনো লোক বলা যাবে না। দুই পক্ষই দলিল কাগজপত্র নিয়ে আমার কাছে এসেছিল। আমি তো বিচার করতে পারবো না। কোর্ট বিচার করবে। সেটা আমি তাদের বলেছি। পুলিশকে বলেছি শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে। কোনো ধরনের উচ্ছৃঙ্খলতা যেন না হয়। দু' পক্ষই ব্যবসায়ী। এদের অনেকেই হয়তো বিএনপি করে। বিএনপি দু'পক্ষেই আছে।

২০০০ : নেতা হিসেবে আপনার ভূমিকা কী ছিল?

নোমান : দু'পক্ষকেই বলেছি, আদালতের মাধ্যমে মীমাংসা করার জন্য। আর পুলিশ প্রশাসন যাতে নিরপেক্ষ থেকে কেউ অশান্তি সৃষ্টি করতে না পারে সেটার ব্যবস্থা করবে। দুই পক্ষই আমার প্রতি আস্থাশীল।

২০০০ : দু' পক্ষই যদি আপনার প্রতি আস্থাশীল হয় তাহলে আপনি সমস্যার সমাধান করে দিতে পারতেন।

নোমান : যেহেতু দু' পক্ষের কাছেই কাগজপত্র আছে সেহেতু আমি চেয়েছি বিষয়টি আদালতেই সমাধান হোক।

২০০০ : আরেকটি অভিযোগ চট্টগ্রাম কেন্দ্রিক রাজনীতির ক্ষেত্রে শোনা যায়। সেটা হচ্ছে জামায়াত এবং বিএনপি'র বিরোধ। আগেও ছিল। জোট সরকার সরকার গঠনের পর বিরোধিতাটা কোন পর্যায়ে আছে?

নোমান : জামায়াত এবং বিএনপি'র বিরোধ আসলে খুব বেশি নেই। কিছু কিছু এলাকায় শিবিরের প্রভাব আছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা আছে। কিন্তু জামায়াত-শিবিরের সঙ্গে ছাত্রদলের বা কারো কোনো ক্ল্যাশ কখনো হয়নি। আগে কিছু কিছু বিরোধ, দ্বন্দ্ব ছিল, এখন নেই।

২০০০ : গুলিবিনিময়ের ঘটনা ঘটেছে। জখম, খুনের ঘটনাও ঘটেছে। ছাত্রদল-শিবিরের সংঘর্ষে ক্যাম্পাস...

নোমান : না, না, ছাত্রলীগ-শিবিরের সঙ্গে হয়েছে। ছাত্রদল শিবিরের সঙ্গে সিরিয়াস কোনো সমস্যা হয়নি।

২০০০ : বিএনপি'র ভেতরে কারো কারো সঙ্গে জামায়াতের সম্পর্ক...

নোমান : আমি আমার দল করি। দলের রাজনীতি করি। দলের কাজ কর্ম আমার করে যেতে হবে। শিবির বা জামায়াতের সঙ্গে ব্যক্তিগত কোনো দ্বন্দ্ব আমার নেই।

২০০০ : রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের কথাই বলছি।

নোমান : রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব তো এমনিও থাকতে পারে না। কারণ রাজনীতি তো আলাদা আলাদা। জোট আছে। জোটের মধ্যে উইথ ডিফারেন্স ইউনিটিটা আছে আমাদের। ডিফারেন্স যে ইউনিটি, সেই ইউনিটিটা আছে। কিন্তু ডিফারেন্স আছে। রাজনৈতিক ডিফারেন্স আছে, সাংগঠনিক ধারার ডিফারেন্স আছে।

২০০০ : বিরোধ?

নোমান : এখন খুব একটা বিরোধ নেই। এখন সম্পর্ক ভালো।

২০০০ : আগে?

নোমান : ছিল। '৯৬ সালের আগে ছিল। '৯৬-এর পরে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করলাম, বিরোধী দল হলাম। এই পর্যায়ে খুব বেশি বিরোধ হয়নি।

২০০০ : আরেকটি বিরোধের জায়গা হচ্ছে চট্টগ্রামের মেয়র মহিউদ্দিনকে কেন্দ্র করে। তার বিরুদ্ধে আপনাদের দল আন্দোলন করছে। কোনো কোনো নেতা বক্তৃতায় বলছেন মেয়রকে যত দিন পর্যন্ত না সরানো যাবে ততদিন পর্যন্ত আন্দোলন করে যাবেন। সরকারের একজন দায়িত্বশীল মন্ত্রী হিসেবে, বিএনপি'র একজন নেতা হিসেবে আপনি এ বিষয়টি কিভাবে দেখছেন? মেয়র মহিউদ্দিন তো নির্বাচিত হয়েই এসেছেন?

নোমান : মেয়র মহিউদ্দিন নির্বাচিত হয়ে আসেননি। মেয়র মহিউদ্দিনের যে নির্বাচন, তা আমরা স্বীকার করি না। কারণ মেয়র নির্বাচনে মানুষ ভোটও হয় দেয়নি। যারা ক্যান্ডিডেট ছিল তাদেরকেও তিনি সরিয়ে দিয়েছিলেন। আর বিরোধী দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেনি। মহিউদ্দিন চৌধুরী আওয়ামী লীগের একজন শক্তিশালী নেতা। দীর্ঘ দিনের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। কাজেই আমি আহ্বান জানিয়েছিলাম যে যেহেতু এটা ভোটার বিহীন নির্বাচন তাই পদত্যাগ করে নতুন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করুন। পদত্যাগের আহ্বান জানিয়েছি। এর বেশি কিছু বলিনি।

২০০০ : মেয়র মহিউদ্দিন তো চট্টগ্রামের উন্নয়নের জন্য অনেক কাজ করেছেন।

'তাদের সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত কোনো সম্পর্ক নেই। যেটুকু ছিল সাংগঠনিক, এবার নির্বাচনে গেছি, বিপ্লব খুব একটা ছিল না, দেখা হয়নি। আমি শুনেছি সে অসুস্থ'

নোমান : মহিউদ্দিন চট্টগ্রামের উন্নয়নের জন্য কখনোই কিছু করেননি। আওয়ামী লীগের সময়ও মহিউদ্দিন চৌধুরী কিছু করতে পারেনি। আওয়ামী লীগ তাকে সহযোগিতা করেনি এটা হলো মহিউদ্দিন চৌধুরীর বক্তব্য। এখন আবার তিনি কিছুদিন বলেছেন মান্নান ভুঁইয়া আগের সরকারের থেকে অধিকতর সহযোগিতা

'মহিউদ্দিন চট্টগ্রামের উন্নয়নের জন্য কখনোই কিছু করেননি। আওয়ামী লীগের সময়ও মহিউদ্দিন চৌধুরী কিছু করতে পারেনি'

করছেন। কিন্তু এখন আবার সুর পাল্টে আন্দোলন সংগ্রামের কথা বলছেন। তিনি মিউনিসিপ্যালের, সরকারের একজন কর্মকর্তা হিসেবে কিছু সুবিধা ভোগ করেন সরকারের। এরপরও তিনি কালো পতাকা তুলে দিয়েছেন সেখানে পনেরো আগস্ট। এটা যদি কোনো রাজনৈতিক দল হরতাল বা অন্য কোনো কারণে টাঙিয়ে থাকে তাহলেও একটা কথা থাকতো। কিন্তু সিটি কর্পোরেশনে তিনি এ কাজ করেছেন। জাতীয় পতাকাকে অর্ধনমিত করার একটা আইনগত বাধা আছে। সেটাকে তিনি ভঙ্গ করেছেন। রাজনৈতিক স্বার্থে করেছেন। তার তো আর মেয়র থাকা উচিত না। পদত্যাগ করা উচিত। তা যদি তিনি না করেন, তাহলে তার বিরুদ্ধে জনরোষ বাড়বে। নির্বাচনে যারা দাঁড়াতে পারলো না, যারা ভোট দিতে পারলো না তারা নির্বাচনে দাঁড়ানোর জন্য, ভোট দেয়ার জন্য আন্দোলন করবে। এটা তো অস্বাভাবিক কিছু না।

২০০০ : ঢাকা থেকে এসে চট্টগ্রামে নামলেই লক্ষ্য করা যায়, ঢাকার তুলনায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। মনে হয় একজন সক্রিয় মেয়র আছেন। মেয়র হিসাবে মহিউদ্দিন একেবারে কোনো কাজ করতে পারেনি- এটা কী বলা যায়?

নোমান : কাজ তো বহু রকমের আছে। মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে অনেক রকমের সেবক আছে। বিভিন্ন নালা নর্দমার ওপরে দোকানপাট, কমপ্লেক্স মহিউদ্দিন সাহেব করেছেন। যার কারণে সেখানে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে। অনেক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা আছে আমরা '৯২/'৯৩ সালে যে কাজ করেছি তারপর এই আট দশ বছরে একটা ইট-বালু, সিমেন্টও পড়েনি সেখানে। এমন অসংখ্য রাস্তা ঘাট আছে। বিশেষ করে যেগুলো আমাদের ভোটার অধ্যুষিত এলাকা সেই এলাকাগুলোতে তিনি উন্নয়ন কর্মকান্ড করেনি। যে মেয়র, জনপ্রতিনিধি তাকে তো সমদৃষ্টি রাখতে হবে। হয়তো অ্যাপারেন্টলি তিনি অনেক কাজ করছেন বলে প্রচার আছে। কিন্তু গভীরভাবে দেখলে বোঝা যায় তিনি আসলে কিছু করেননি। আজকে আমি এ বিষয়ে বেশি বলবো না। তবে এটা বলবো যে বাহ্যিকভাবে তার কর্মকান্ড সম্পর্কে আপনারা যা শুনছেন, দেখছেন মেয়র হিসেবে আসলে তিনি তেমন কোনো দায়িত্ব পালন করছেন না।

২০০০ : তার মানে তাকে সফল বলতে চাচ্ছেন না।

নোমান : মেয়র হিসেবে সফল বলতে চাচ্ছি না।

২০০০ : ব্যর্থ কি বলবেন?

নোমান : ব্যর্থ বা সফল আসলে বলা খুব কঠিন। একজন মানুষকে তো ব্যর্থ বলে লাভ নেই। আমি ব্যর্থ বা সফল বলতে চাই না। আওয়ামী লীগের একজন প্রভাবশালী নেতা হয়েও পাঁচ বছরের মধ্যে তিনি চট্টগ্রামের জন্য কিছু করতে পারেননি। নিজের উদ্যোগে কতটুকু করতে পারবেন তিনি? কত টাকাই বা পাবেন? যেই দলে তিনি আছেন সেখান থেকে তিনি কিছু করতে না পারা মানে তো তিনি ব্যর্থ। তার সময়ে তো তিনি চট্টগ্রামে উন্নয়ন করবেন। সবচেয়ে বড় কাজগুলো সমাধা করবেন। তিনিই বলেছেন তার সরকার তাকে কোনো সহযোগিতা করেনি। এমনকি তিনি যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন সেখানে সরকারি অর্থ প্রদান না করলেও হতো। কিন্তু মঞ্জুরি করতে হবে। সেই প্রকল্পগুলো অনুমোদনও করেনি আওয়ামী লীগ সরকার। কাজেই এখানে কী ঘটনা ছিল তা বর্তমান সরকার তলিয়ে দেখছে।

২০০০ : এটা কি মনে হয় না যে বিএনপি'র যারা সম্ভাব্য মেয়র প্রার্থী ছিলেন, তাদের তুলনায় মেয়র মহিউদ্দিন এখনও জনপ্রিয়।

নোমান : সম্ভাব্য প্রার্থী কে আছে?

২০০০ : যেমন মীর নাসির।

নোমান : জনপ্রিয়তা তো একটা আপেক্ষিক বিষয়। মহিউদ্দিন চৌধুরী জনপ্রিয় তা আমি মনে করি না। তিনি কখনই আসলে জনপ্রিয় ছিলেন না। তার কর্মকান্ডে তিনি আছেন। জনপ্রিয় কিনা সেটা জনসাধারণ বিচার করবে আগামী দিনে। যখন নির্বাচন হবে।

২০০০ : তিনি জনপ্রিয় না হলেও চট্টগ্রামে বোধ হয় এখনও প্রভাবশালী।

নোমান : প্রভাবশালী তো বটেই। আওয়ামী লীগের মতো একটা বড় সংগঠনের নেতা। তার রাজনৈতিক কর্মকান্ড আছে।

২০০০ : একটা বিষয়ে তো মেয়রের সঙ্গে আপনারাও একমত। চট্টগ্রামে বেসরকারি টার্মিনাল হোক এটা আপনারাও চান না।

নোমান : না, মহিউদ্দিন চৌধুরীর সঙ্গে আমরা একমত না। তার সঙ্গে যে দ্বিমত সেটা আগেও বলেছি। বেসরকারি টার্মিনালের ব্যাপারে মহিউদ্দিন চৌধুরীর বক্তব্য স্পষ্ট না। কখনো তিনি নিজে টার্মিনাল করার কথা বলেন। আমরা যেটা বলেছি টার্মিনাল যেখানে করার কথা সেখানে পরীক্ষা করা হোক। যদি মোহনায় টার্মিনাল হলে বন্দরের কোনো ক্ষতি না হয় তাহলে টার্মিনাল করা যেতে পারে। স্থানটা বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরীক্ষা করিয়ে নিতে হবে।

২০০০ : বিশেষজ্ঞ যদি রায় দেয় যে এই স্থানে টার্মিনাল করলে কোনো ক্ষতি হবে না তাহলে আপনাদের কোনো আপত্তি নেই?

নোমান : না, আমাদের কোনো আপত্তি নেই।

২০০০ : এখন সবচেয়ে আলোচিত বিষয় আপনার মন্ত্রণালয়ের গম কেলেঙ্কারি?

নোমান : আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এক সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি করেছেন। সেই কমিটি তদন্ত করছে। আমরা মন্ত্রণালয়ের একটা কমিটি করেছিলাম। সেই কমিটি কাজ প্রায় শেষ করেছে। তারা রিপোর্ট আজকেও দিতে পারে বা যে কোনো সময় পেয়ে যাবো। আমরা চাই স্বচ্ছতা। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় অনেকগুলো খবর ধারাবাহিকভাবে করেছে। এখনো করে যাচ্ছে। এই তদন্তের পরে যারা যেখানে দায়িত্বে অবহেলা বা যে দায়ী তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে এটুকু আমি মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বলতে পারি।

২০০০ : তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে। নিজেও বিভিন্ন জায়গা ঘুরে দেখেছেন। পত্রপত্রিকা পড়ে এবং নিজে ঘুরে আপনার কাছে কি মনে হয়েছে? পত্রিকাগুলো কি বাড়িয়ে লিখেছে সরকারকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলার জন্য? নাকি বাস্তবের সঙ্গে মিল আছে?

নোমান : এই মুহূর্তে আমি কোনো মন্তব্য করতে চাই না। ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে এবং তদন্তের স্বার্থেও কিছু বলতে চাই না।

২০০০ : গম ক্রয়ের ক্ষেত্রে তো নানা রকমের দূর্নীতি হয়েছে। পোকায় খাওয়া পচা গম কেনা হয়েছে। তাও আবার কেনা হয়েছে ভারতীয় গম।

নোমান : তদন্তাধীন কোনো বিষয় নিয়ে আমার এখন কথা বলা ঠিক নয়। তদন্ত রিপোর্ট দেয়ার পরে হয়তো কথা বলা যেতে পারে। আমি শুধু একটি বিষয় বলতে চাই তদন্তে যারা দোষী প্রমাণিত হবেন তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা নেয়া হবে।

২০০০ : আপনি তদন্ত কমিটির কথা বলছেন। অতিতের অভিজ্ঞতার আলোকে বলা যায় তদন্ত কমিটির অভিজ্ঞতা আমাদের খুব বেশি ভালো না। অধিকাংশ সময়ই তদন্ত কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয় না। আপনি কি মনে করেন তদন্ত কমিটির রিপোর্ট ...

নোমান : মনে করার তো কিছু নেই। তদন্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

ছবি : **এন্ড্রু বিরাজ**

শ্রুতিলিখন : **শিল্পী মহলানবীশ**